কমপিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ
সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল হক
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক
বিশেষ প্রতিনিধি রাহিতুল ইসলাম

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ মোহাম্মদ আবদুল হক
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা মো: মাসুদুর রহমান
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪, ৯৬১৩০১৬,
০১৭১১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor Mohammad Abdul Haque
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

২৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহার হচ্ছে না আইসিটি উপকরণ

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে প্রায় ২৬ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হলেও এর বেশিরভাগই ব্যবহার হচ্ছে না। শিক্ষায় আইসিটির বিকাশ শুধু উপকরণ বিতরণেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। নেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ও প্রশিক্ষণ। শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে না। কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। তবে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব অর্থায়নে আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে।

সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিক এর এক শীর্ষ সংবাদে এসব তথ্য জানিয়েছে। এভাবে সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলোপাতাড়ি শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করছে, তা কার্যত ছাত্রছাত্রীদের কোনো উপকারে আসছে না। ফলে তা জাতীয় অপচয়ে পরিণত হচ্ছে।

সরকার ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে। কিন্তু এরপর চার বছরেরও বেশি সময় পার হলেও আইসিটি বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেই। শত শত কোটি টাকার শিক্ষা উপকরণ এখন 'শোপিস' হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শোভা পাচ্ছে। কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ের শিক্ষক না থাকায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল থেকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বা খণ্ডকালীন কমপিউটার অপারেটর দিয়ে আইসিটি বিষয়ে পাঠদান চলছে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠানে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও তারা নবম ও দশম শ্রেণীর আইসিটি বিষয় পড়াতে পারছেন না।

'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'-এ 'ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ' শ্রেণী পর্যন্ত আইসিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের আলোকে ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে, ২০১১ সালে সপ্তম শ্রেণীতে, ২০১৪ সালে অষ্টম শ্রেণীতে, ২০১৫ সালে নবম শ্রেণীতে এবং ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে আইসিটি বিষয় বাধ্যতামূলক করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিকল্পনা শাখার একাধিক কর্মকর্তা জানান– চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতা বিবেচনায় না নিয়ে এলোমেলোভাবে আইসিটি শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। এতে সব প্রতিষ্ঠানে এসব সুবিধা দেয়া না হলেও বিপুলসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। সারাদেশে দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠানে পৃথকভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে শিক্ষার মান উন্নয়নের দুই প্রকল্প এবং আইসিটি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের মাধ্যমে। কিন্তু এই শিক্ষা উপকরণ বিতরণে এসব প্রকল্পের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। আবার বিতরণ করা উপকরণের যথাযথ ব্যবহারও নিশ্চিত করা হচ্ছে না। এমনও দেখা গেছে, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে দুই-তিনবার করে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হলেও অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে গেছে এর বাইরে।

সরকার প্রায় পাঁচ বছর আগে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। অথচ এ বিষয়ের শিক্ষা এখনও চলছে জোড়াতালি দিয়ে। কার্যত আইসিটি শিক্ষার বিকাশে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ নেই। এরপরও নতুন নতুন প্রকল্প চালুর মাধ্যমে এভাবে এলোপাতাড়ি শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এখনও চলমান। অভিযোগ উঠেছে, এতে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। স্বার্থান্বেষী এসব কর্মকর্তার অবহেলার কারণে শিক্ষার মৌলিক ও গুণগত উন্নয়ন হচ্ছে না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের সূত্র মতে, ২৬ হাজার ৮১টি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫ হাজার প্রতিষ্ঠানেই আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক নেই।

আসলে দেশে সার্বিকভাবে আইসিটি শিক্ষার একটা বেহাল অবস্থা বিদ্যমান। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া দরকার। নইলে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ